নেত্রকোণা সদর উপজেলার তেল ফসলের উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

স্বাগতম

আবাদী জমির ব্যবহার

উপজেলার মোট আয়তন	৩৩২১৭ হেক্টর
নীট আবাদী জমি	২৩২৬৫ হেক্টর
এক ফসলী জমি	১৫০০ হেক্টর
দুই ফসলী জমি	২০২৬৫ হেক্টর
তিন ফসলি জমি	১৫০০ হেক্টর
চার ফসলি জমি	-

নীট ফসলী জমি ২৩২৬৫ হে.

মোট ফসলী জমি ৪৬৫৩০ হে.

ফসলের নিবিড়তা ২০০ %

নেত্রকোণা সদর উপজেলার শস্যবিন্যাস (২০২১-২২)

ক্রঃ নং	শস্য বিন্যাস	শস্য বিন্যাসের অধীন জমির পরিমাণ (হেঃ)	শতকরা হার (%)
০১	বোরো-পতিত-রোপাআমন	১৯২০০	৮২.৫৩
০২	বোরো-পতিত-পতিত	১৪৭৫	৬.৩৪
০৩	সরিষা ,বোরো-পতিত-রোপাআমন	৮৫০	৩.৬৫
০৪	সবজি ,বোরো-পতিত-রোপাআমন	৬১৫	২.৬৪
০৫	সবজি-সবজি-সবজি	৩৯০	১.৬৮
০৬	চীনাবাদাম/মিষ্টিআলু/ভূট্টা	২৫	০.১১
০৭	বোরো-আউশ-আমন	৪০	০.১৭
০৮	সবজি-পাট-রোপাআমন	৩৩০	১.৪২
০৯	গম-পাট/আউশ-রোপাআমন	৬০	০.২৬
১০	আলু-সবজি-সবজি	২৪০	১.০৩
১১	অন্যান্য	৪০	০.১৭
	মোট=	২৩২৬৫	১০০

নেত্রকোণা সদর উপজেলার ভোজ্য তেলের চাহিদা

মোট জনসংখ্যা	৩৭২৭৮৫
দৈনিক প্রতিজনের ভোজ্যতেলের চাহিদা	৩০ মি.লি.
বছরে তেল প্রয়োজন	৪০১৭ মে.টন
উক্ত তেল উৎপাদনে সরিষা প্রয়োজন	১০০৪৩ মে.টন
জমি প্রয়োজন	৭৫৫১ হে.
পরিকল্পনা অনুযায়ী সরিষা আবাদ ৩ বছরে বৃদ্ধি পাবে	১১০ হে. (চাহিদার ১.৪৬%)

বিগত ০৫ বছরের সরিষার আবাদ ও উৎপাদন পরিস্থিতি

মৌসুম/বছর	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে. টন)
২০১৭-১৮	৬২০	৫৫৮
২০১৮-১৯	৬০০	৭৩৯
২০১৯-২০	৬৮০	৮৭৬
২০২০-২১	৮৫০	১১৬০
২০২১-২২	৮৫০	১১২১

বিগত ০৫ বছরের সরিষার আবাদ ও উৎপাদন পরিস্থিতি

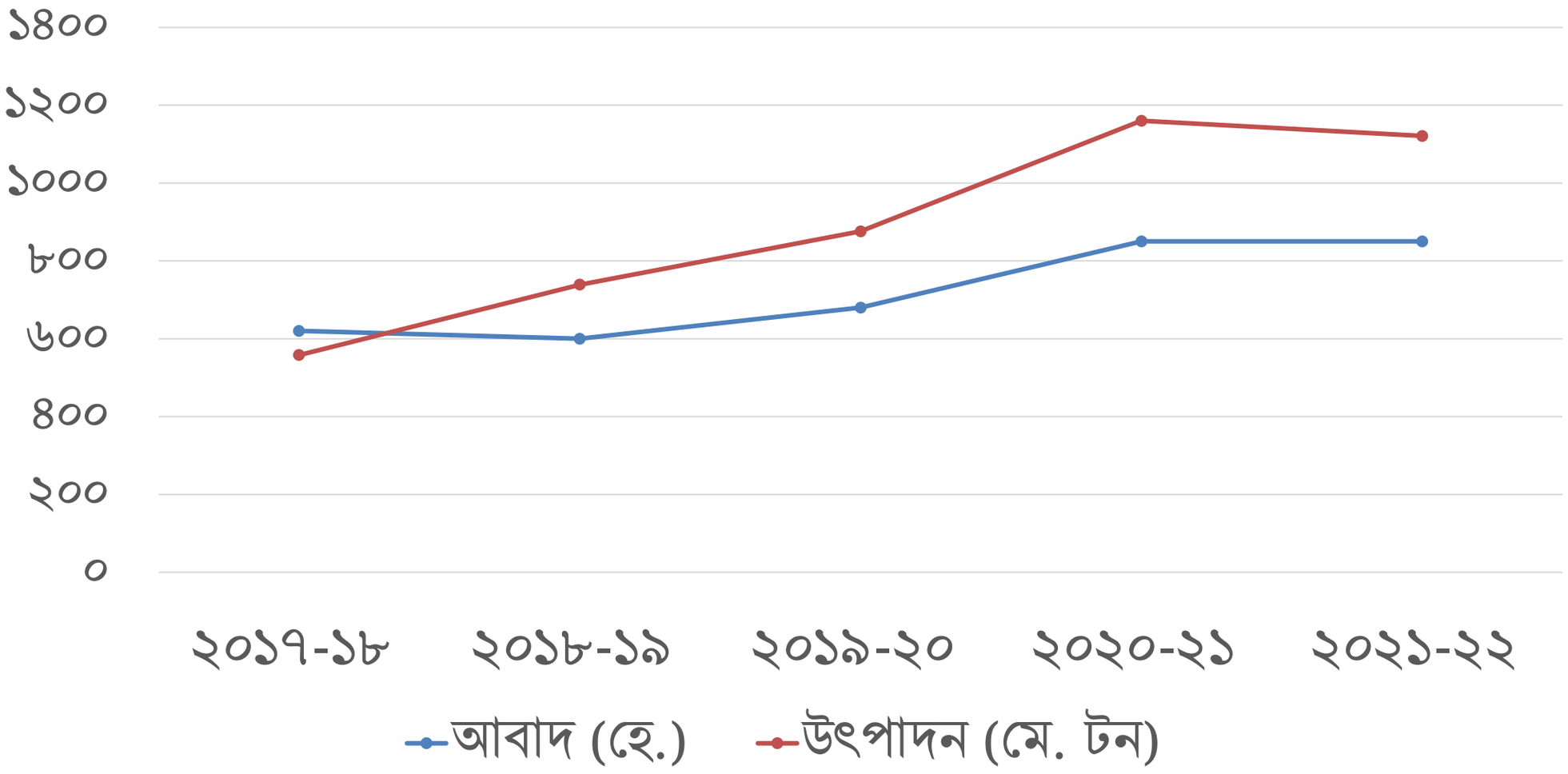

সরিষা ফসলের ২০২১-২২ বছরের জাত ভিত্তিক আবাদ ও উৎপাদন

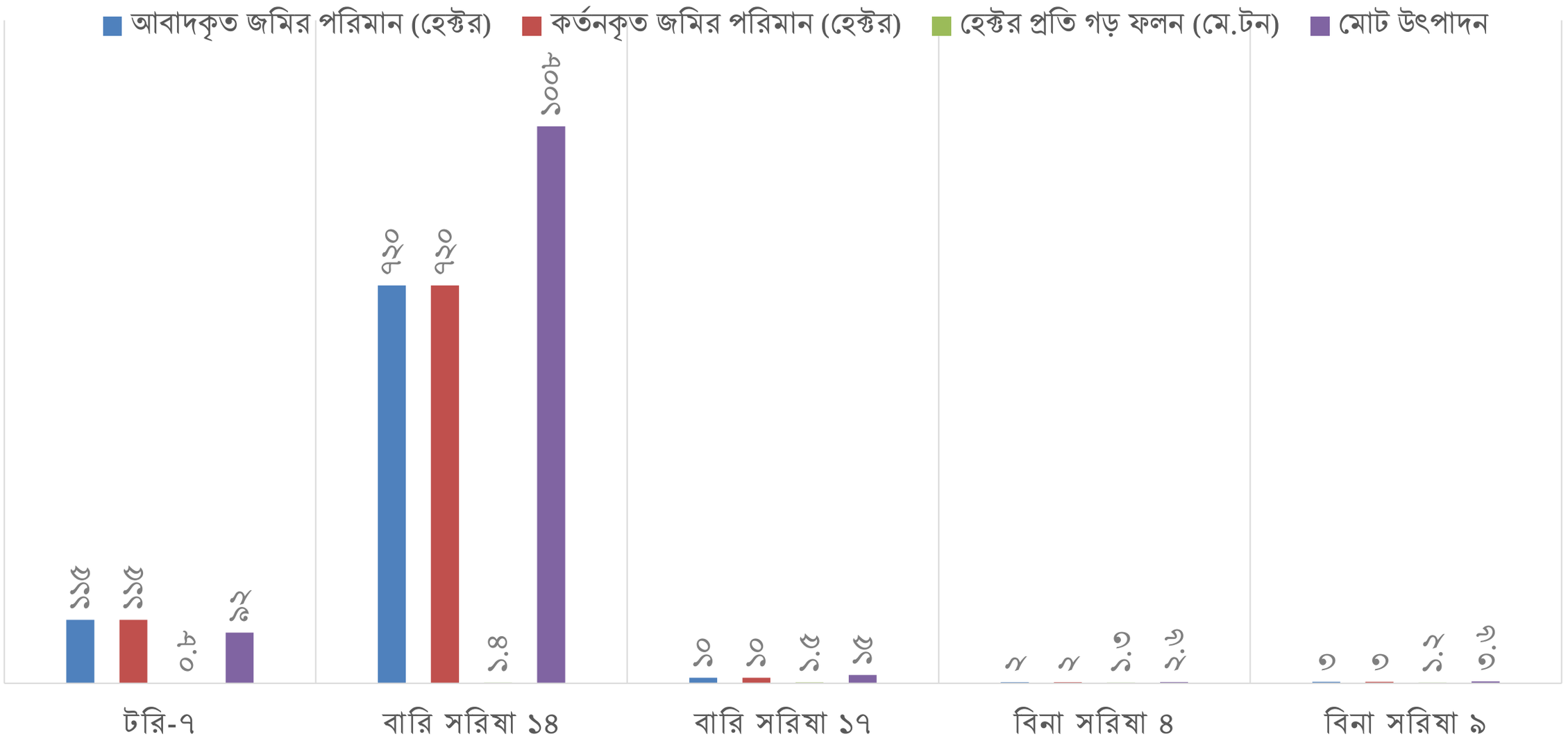

২০২১-২২ এ নেত্রকোণা সদর উপজেলার সরিষাভিত্তিক শস্য বিন্যাস

ফসলী জমি	পরিমাণ (হেঃ)
রোপা আমন-সরিষা-বোরো	৮৫০ (৩.৬৫%)
মোট=	৮৫০

সরিষা ফসলকে অন্তর্ভূক্ত করা যায় এমন শস্যবিন্যাসসমূহ

বিদ্যমান শস্যবিন্যাস	শস্যবিন্যাসের আওতায় জমি (হেক্টর)	প্রস্তাবিত শস্যবিন্যাস	প্রস্তাবিত শস্যবিন্যাসের আওতায় জমি (হেক্টর)		
			২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
রোপাআমন-পতিত-বোরো	১৯২০০	রোপা আমন-সরিষা-বোরো	৯৫০	৯৫৫	৯৬০
২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় আবাদ বৃদ্ধি			১০০	১০৫	১১০

তৈল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

ফসলের নাম	২০২১-২২ (অর্জিত)		২০২২-২৩ (লক্ষ্যমাত্রা)		বৃদ্ধির পরিমাণ	
	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
সরিষা	৮৫০	১১২১	৯৫০	১২৫৪	১০০ (১২%)	১৩৩ (১২%)
চিনাবাদাম	২	৩.৫	৬	১০.৫	৪ (২০০%)	৭ (৩৫০%)
সূর্যমুখী	২	৩.৪	৩	৫.১০	১ (৫০%)	১.৭০ (৫০%)

সরিষা ফসলের ব্লকওয়ারি আবাদ ও উৎপাদন ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনামূলক চিত্র

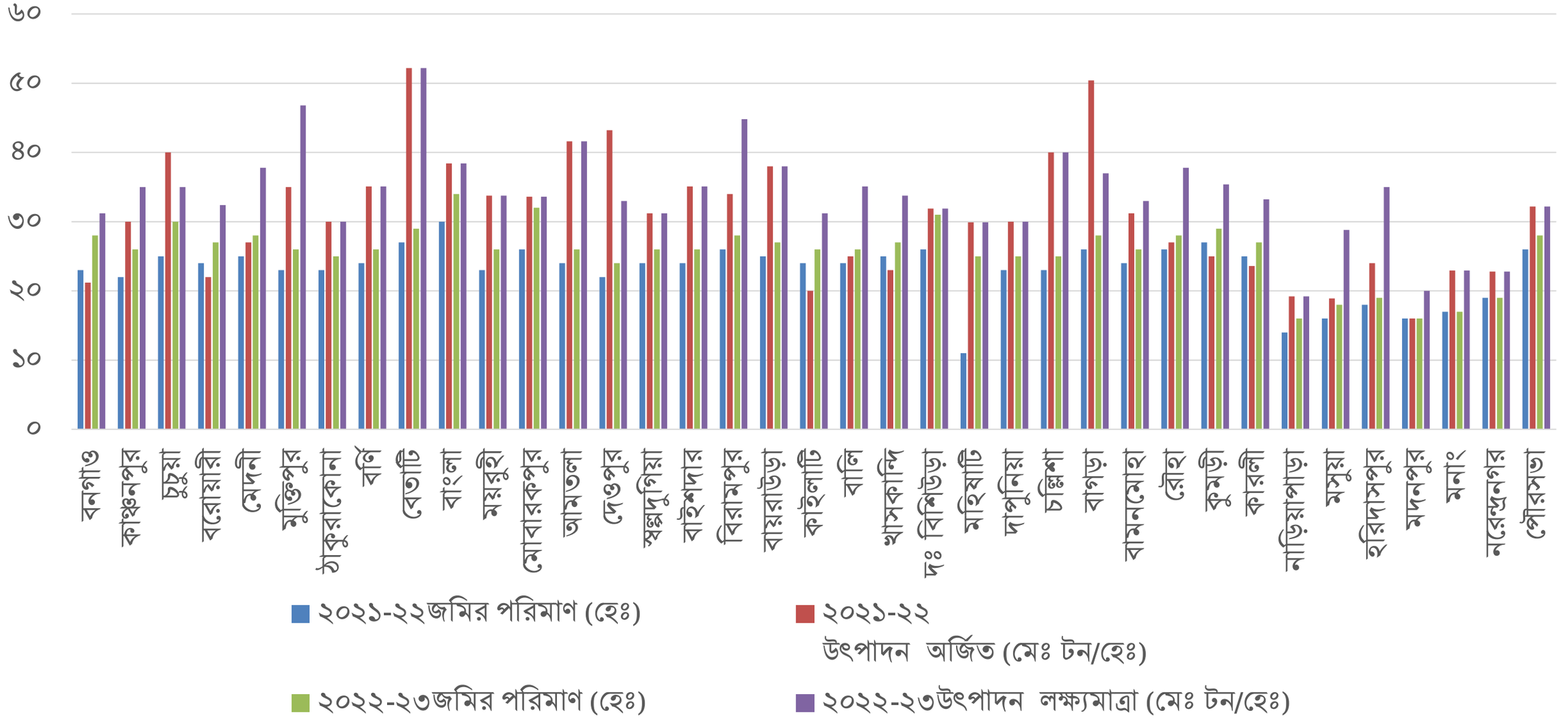

সরিষার উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল

ক) জাত পরিবর্তনের মাধ্যমে সরিষা উৎপাদন বৃদ্ধি

বিবরণ	জমির পরিমাণ (হে.)	অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ (মে.টন)
টরি ৭ জাতের পরিবর্তে বারি সরিষা১৪ জাত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে।	১১৫	১৬১ (৭৫%)

খ) প্রচলিত শস্যবিন্যাসে সরিষা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি

সুনির্দিষ্ট কৌশল সমূহ	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	মন্তব্য
রোপাআমন-পতিত-বোরো শস্যবিন্যাসকে (১৯২০০ হে.) রোপাআমন-সরিষা-বোরো শস্যবিন্যাসে রুপান্তরের মাধ্যমে			
ব্রি ধান৩২ এর পরিবর্তে ব্রিধান ৭১ জাত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে	৪৫	৫৯	ইতোমধ্যে ব্রি ধান৭১ জাতের ৯ হে. বীজতলা তৈরি করা হয়েছে।
ব্রি ধান৩২ এর পরিবর্তে ব্রিধান ৭৫ জাত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে	৪০	৫২	ইতোমধ্যে ব্রি ধান৭৫ জাতের ১০ হে. বীজতলা তৈরি করা হয়েছে।
ব্রি ধান৪৯ এর পরিরর্তে বিনাধান ১৭ জাত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে।	১৫	২২	ইতোমধ্যে বিনা ধান১৭- ৪ হে. বীজতলা তৈরি করা হয়েছে।

•সরিষা আবাদ ১০০ (১২%) হে. বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন ১৩৩ (১২%) মে.টন বৃদ্ধি পাবে।

যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সরিষা উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল

- ✓ রোপা আমন ধানের দানা ৮০-৯০% সোনালী রং ধারণ করলে কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ১০০ হেক্টর জমির আমন ধান কেটে জো আসলে চাষ দিয়ে সরিষা আবাদ করা হবে।

- ✓ এতে ১০-১৫ দিন সময় সাশ্রয় হবে এবং সরিষার আবাদ মৌসুম ধরা সম্ভব হবে।

- ✓ পরবর্তীতে সরিষা সংগ্রহের পর রাইস ট্রান্স প্লান্টার দ্বারা বোরো ধানের চারা দ্রুত রোপণ সম্ভব হবে।

চিনাবাদাম উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

২০২১-২২ (অর্জিত)		২০২২-২৩ (লক্ষ্যমাত্রা)		বৃদ্ধির পরিমাণ	
আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
২	৩.৫	৬	১০.৫	৪ (২০০%)	৭ (৩৫০%)

কৌশল

- ✓চরাঞ্চলে চীনাবাদাম আবাদ বৃদ্ধি করা হবে।
- ✓ঢাকা ১ এবং বাসন্তি জাতের পরিবর্তে বিনা চিনাবাদাম ৪, বারি চিনাবাদাম ৮ ও বারি চিনাবাদাম ৯ এর আবাদ ৪ হে. বৃদ্ধি।
- ✓প্রয়োজনীয় বীজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বীজ ব্যবসায়ী ও স্থানীয় কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহ করা হবে।

সূর্যমুখী উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

২০২১-২২ (অর্জিত)		২০২২-২৩ (লক্ষ্যমাত্রা)		বৃদ্ধির পরিমাণ	
আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
২	৩.৪	৩	৫.১০	১ (৫০%)	১.৭০ (৫০%)

সূর্যমুখী উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

২০২১-২২ (অর্জিত)		২০২২-২৩ (লক্ষ্যমাত্রা)		বৃদ্ধির পরিমাণ	
আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
২	৩.৪	৩	৫.১০	১ (৫০%)	১.৭০ (৫০%)

- ওপি জাতের পরিবর্তে হাইব্রিড জাতের চাষ করা হবে।
- প্রয়োজনীয় সকল বীজই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা হবে।

তৈল ফসল আবাদ বৃদ্ধিতে নেত্রকোণা সদর উপজেলার সুনির্দিষ্ট সমস্যা

- দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন রোপা আমন ধানের আবাদ
- কর্তনের পর কর্তনকৃত ধান/ খড় জমিতেই শুকানোর প্রবণতা
- স্বল্প জীবনকালীন উচ্চ ফলনশীল সরিষা ফসলের জাতের বীজের পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকা
- খরার কারণে রোপা আমন ধান দেরিতে রোপণ এবং অক্টোবর- নভেম্বর মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে দেরীতে কর্তন।
- ভোজ্য তেল হিসেবে সরিষা ব্যবহারের নেতিবাচক প্রচারনার প্রভাব
- সূর্যমুখীর বীজ হতে তেল প্রক্রিয়াজাতকরণে অসুবিধা।

সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা

১। আগাম জাতের উচ্চ ফলনশীল স্বল্প জীবনকালীন রোপা আমন ধানের আবাদী এলাকা বৃদ্ধি করা

২। সময়মত সরিষার বীজ বপন নিশ্চিত করা

৩। শতভাগ সরিষার জমিতে বোরন ও জিপসাম সার ব্যবহার নিশ্চিত করা

৪। ভেজা বা কাদায় বপনযোগ্য সরিষার জাত উদ্ভাবন।

৫। আমন ধান কর্তনের পর পর জো আসার অপেক্ষা না করে বিনা চাষে সরিষার বীজ বপন।

৬। ভোজ্য তেল হিসেবে সরিষা ব্যবহার বৃদ্ধিতে সকল ব্লকে উঠান বৈঠক ও অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা।

৭। তেল ফসলের জন্য বিশেষ প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮। সূর্যমুখী তেল প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। মোবাইল ক্রাশিং মেশিনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সকলকে ধন্যবাদ